প্রথম আলো

তারিখ 8 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ... ১

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার উন্নয়নে কমিশন গঠন বিষয়ে নতুন জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কমিশন গঠনে নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাকুল মাদারাসিল আরাবিয়ার (বেফাক) মজলিসে শূরার বৈঠকে গতকাল বৃহস্পতিবার কমিশন গঠনের বিষয়ে একটি উপকমিটি গঠিত হয়েছে। অন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে উপকমিটিকে কমিশন গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্তে চারটি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত সম্মিলিত কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সংস্থার নেতারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

১৮ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বেফাক ও সম্মিলিত বোর্ড সংস্থার আলেমদের বৈঠকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার উন্নয়ন ও স্বীকৃতি বিষয়ে একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী সম্মিলিত বোর্ড সংস্থা কমিশনে তাঁদের পক্ষ থেকে কারা থাকবেন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু বেফাকের আলেমরা তাঁদের সিদ্ধান্ত না জানানোয় কমিশন হয়নি। সূত্র জানায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে থাকা বেফাকের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কয়েকজন সদস্য বর্তমান সরকারের সঙ্গে বেফাকের সমঝোতার উদ্যোগ ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁদের কারণেই বেফাকের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হচ্ছে।

সম্মিলিত বোর্ড সংস্থার সহসাধারণ সম্পাদক মুফতি মিজানুর রহমান *প্রথম আলোকে* জানান, তিনি বৈঠকে আগে কমিশন গঠন করে পরে অন্য বোর্ডগুলোর সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছার লক্ষ্যে আলোচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি। ওই সংস্থার মহাসচিব মাওলানা রুহুল আমিন বলেন, কেউ কেউ চাইছে না বর্তমান সরকারের আমলে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার স্বীকৃতি আসুক। এ কারণে কৌশলে বেফাকের বৈঠকে আলেমদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

আলেমদের একটি সূত্র জানায়, গতকাল বেফাকের মজলিসে শূরার বৈঠকের আগে ফরিদাবাদ মাদ্রাসায় এক দফা বৈঠক হয়। বৈঠকে বেফাকের সভাপতি মাওলানা শাহ্ আহমদ সফি, আওয়ামী ওলামা লীগের নেতা ও সম্মিলিত বোর্ড সংস্থার কয়েকজন নেতা অংশ নেন। বৈঠকে কমিশন গঠনের বিষয়ে মতৈক্য হলেও পরে বেফাকের বৈঠকে উপকমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

বেফাকের সূত্র জানায়, মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের সহসভাপতি মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস উপকমিটি গঠনের বিষয়ে বেফাকের শূরার বৈঠকে প্রস্তাব দেন। অনেকে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও তাঁদের বক্তব্য আমলে নেওয়া হয়নি। পরে কণ্ঠভোটে উপকমিটি গঠন করা হয়।

১৩ সদস্যের এ উপকমিটির সভাপতি করা হয়েছে বেফাকের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জাব্বারকে। কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সব বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করে কমিশন গঠনের কাজ শেষ করতে চায় বলে *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন উপকমিটির সদস্য ও বেফাকের সহকারী মহাসচিব মুফতি মাহফুজুল হক। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কমিশন গঠন নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই। আমরা চাই সম্মিলিতভাবে একটি প্রস্তাবনা দিতে। আমরা চাই সব বোর্ড বেফাকের ছায়াতলে আসুক।

মুফতি মিজানুর রহমান বলেন, 'বেফাকের এ সিদ্ধান্তের অর্থ হচ্ছে কমিশন হয়তো আর হচ্ছে না। এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেকের দ্বিমত আছে। আমরা চাই আগে কমিশন হোক। এতে শিক্ষার স্বীকৃতি পাওয়া দ্রুততর হবে। এরপর ঐক্যের বিষয়ে যাওয়া যাবে। সবাই যদি বেফাকের অধীনে স্বীকৃতি চায় তাহলে আমাদেরও কোনো আপত্তি নেই।'